A-3931

"নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring) কার্যক্রমের জন্য প্রণীত

চূড়ান্ত প্রতিবেদন

গ্রন্থাগার

ব্যক্তি পরামর্শক

মোঃ খালেদুর রহমান
২৭২/১৪-ডি, বাতেন নগর আ/এ,
মাজার রোড, ঢাকা-১২৩০

তারিখঃ ২৩/০৬/২০১৪

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)ভুক্ত সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায় ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা দূরীকরণার্থে সুপারিশ প্রদান করে সংশ্লিষ্ট প্রক ল্প কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে থাকে। আইএমইডি নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রকল্প পরিবীক্ষণ করার পাশাপাশি ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করে প্রতি বছর নির্বাচিত কিছু কিছু প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কাজের অংশ হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি ৪ মাস মেয়াদের মধ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ব্যক্তি পরামর্শক হিসেবে জনাব মোঃ খালেদুর রহমানকে নিয়োগ দেয় এবং ০৬/১১/২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২। <u>প্রকল্পের বর্ণনাঃ</u>

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। কিন্তু উন্নয়নের মূল ধারার সাথে তাদের অংশগ্রহণ অনেক কম। উন্নয়নের মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুঃস্থ মহিলাদেরকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের উপর (মোট ১০টি ট্রেডে) স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে তাদেরকে আত্ম-নির্ভরশীল করে তোলা এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ২৬টি জেলায় মোট ৪৬টি কেন্দ্রে (ভাড়াকৃত বাড়ী) ২৫,৭২০ জন দুঃস্থ মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থে মোট ১৮৮১.৯৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নার্থে মূল প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরুতেই জনবল নিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রীট থাকায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্ধারিত সময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে শুরু করা যায়নি। রীট পিটিশন নিষ্পত্তির পর সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিসহ মোট ১৮৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয় এবং ০৮/০৫/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

৩। **নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি (Methodology):**

ট্রেডের ধরণ, ট্রেড প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংখ্যা ও অবস্থান (Location) বিবেচনায় রেখে প্রকল্পভুক্ত ১০টি ট্রেডই প্রস্তাবিত নিবিড় পরিবীক্ষণ নমুনায় রাখা হয় এবং প্রতি ট্রেডের মোট কেন্দ্রের ৫০% নমুনা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ হিসেবে সেলাই ও এমব্রয়ডারী ট্রেড হতে ৮টি, সাবান ও মোমবাতি ট্রেড হতে ৫টি, ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্ট হতে ৪টি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ট্রেড হতে ২টি, নকশি কাঁথা ও কাটিং হতে ২টি, বাইন্ডিং এন্ড প্যাকেজিং হতে ১টি, চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি ট্রেড হতে ১টি, পোল্ট্রি উন্নয়ন ট্রেড হতে ১টি। হাউজ কিপিং এবং মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেডের প্রতিটিতে ১টি করে কেন্দ্র থাকায় এ ২টি ট্রেডে মোট ২টি কেন্দ্রই নমুনা হিসেবে নেয়া হয়। এই হিসেবে মোট নমুনায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬টি। এই ২৬টি কেন্দ্র নির্বাচনের জন্য দৈবচয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্র হতে ৬ জন করে চলমান প্রশিক্ষণার্থী এবং ১১ জন করে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। নমুনায়িত সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪২ জন। প্রশিক্ষণার্থীর নাম, ঠিকানা সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সংরক্ষিত রেজিষ্টার হতে নেয়া হয় এবং মাঠ পর্যায়ে নমুনা ড্রপিং এবং নমুনা প্রাপ্যতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কিছু কিছু প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীর ক্ষেত্রে পারপোসিভ স্যাম্পলিং পদ্ধতিতে এ তালিকা হতে নমুনা প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা হয়। নমুনায়িত ২৬টি কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রশিক্ষকদের সকলেরই প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়।

নমুনায়িত ২৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫টি কেন্দ্রে FGD করা হয়। FGD-তে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জেলা জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রতিনিধি, স্কুল-কলেজ শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি, চলমান ও প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীরা অংশগ্রহণ করেন। ব্যক্তি পরামর্শক প্রকল্প প্রধান কার্যালয় এবং ঢাকাস্থ বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। নমুনায়িত চলমান প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী, প্রশিক্ষকের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ, FGD সভা এবং কেন্দ্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রক্রিয়াকরণ, সারণীকরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪। <u>নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান ফলাফল (Major Findings):</u>

নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের প্রধান প্রধান কয়েকটি নিম্নে প্রদান করা হলঃ

৪.১ ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৫৯.২০ লক্ষ টাকা (৪৫%)। প্রশিক্ষণ মোট লক্ষ্যমাত্রা ২৫৭২০ জনের মধ্যে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত ১০৮৩০ জনের (৪৩%) প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। সেলাই ও এমব্রয়ডারী ট্রেডের প্রশিক্ষণ অগ্রগতির হার সর্বোচ্চ (৫০%), মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেডের অগ্রগতি সর্বনিম্ন (১৭%);

৪.২ চলমান প্রশিক্ষণার্থী পরিবারের মাসিক গড় আয় ৭,১৪৮/- টাকা;

৪.৩ ১৫৬ জন চলমান প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৫৪% (৮৪টি) এবং ২৮৬ জন প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীর পরিবারের মধ্যে ৪৯% (১৩৯টি) পরিবারের বসতবাড়ীর জমি নেই;

৪.৪ নমুনায়িত ১০০% প্রশিক্ষকেরই সংশ্লিষ্ট ট্রেডের উপর আরডিপিপিতে উল্লিখিত শর্ত মোতাবেক ৪ (চার) মাসের আনুষ্ঠানিক কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং ১ (এক) বছরের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে;

৪.৫ ৭৫% (১১৭ জন) চলমান প্রশিক্ষণার্থী বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকে খুব ভাল, ২২% (৩৪ জন) ভাল এবং ৩% (৫ জন) মোটামুটি বলে অভিহিত করেছেন;

৪.৬ ৭০% (১৯৯ জন) প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকে খুব ভাল, ২৭% (৭৭ জন) ভাল এবং ৩% (১০ জন) মোটামুটি বলে অভিহিত করেছেন;

৪.৭ ৭৯% (১২৪ জন) চলমান প্রশিক্ষণার্থী এবং ৬৯% (১৯৬ জন) প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী মনে করেন বর্তমান দৈনিক প্রশিক্ষণ ভাতা ৩০/- যথাযথ নয়;

৪.৮ ৮১% প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী মনে করেন বর্তমান কারিকুলামে নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা দরকার নেই এবং ১৯% প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী বর্তমান কারিকুলামে আরও নতুন কিছু বিষয় সংযোজনের পক্ষে সুপারিশ করেন (গুড়া পাউডার/ ডিটারজেন্ট/বার্গার, পেটিস, জিলাপী, হস্তশিল্প, চামড়ার ব্যাগ, কম্পিউটার শিক্ষা);

৪.৯ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বে ২৮৬ জন প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীর মধ্যে বেকার ছিল ৩৬% (১০৩ জন)। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর এ সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৯% (২৭ জন);

৪.১০ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পূর্বে ২৮৬ জনের মধ্যে মাত্র ১৪% (৩৯ জন) প্রশিক্ষণার্থীর একক আয় (নিজের আয়) ছিল; প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর এ হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩% (১৮০ জন);

৪.১১ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পূর্বে ২৮৬ জন প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীর মধ্যে ১৪% (৩৯ জন) প্রশিক্ষণার্থীর মাসিক গড় আয় ছিল ১৪৯৪/- টাকা, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর ১৮০ জনের মাসিক গড় আয় ২০৯১/- টাকা (মাসিক আয় বৃদ্ধি ৫৯৭/- টাকা (৪০%);

৪.১২ প্রকল্প শুরু হতে নমুনায়িত ২৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৬২০৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তির বিপরীতে ৯৭৩৭ জন প্রার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেন, যা ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর চেয়ে ৩৫৩৪ জন বেশী অর্থাৎ ৩৬% প্রার্থী আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ভর্তি হতে পারেনি। ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্ট ট্রেডে ৪৯%, চামড়াজাত দ্রব্য ট্রেডে ৩৮%, সাবান ও মোমবাতি এবং বাইন্ডিং এন্ড প্যাকেজিং ট্রেডের প্রতিটিতে ৩৬% অতিরিক্ত প্রার্থী আবেদন করেছেন। তুলনামূলকভাবে হাউজ কিপিং ট্রেডের চাহিদা কম (২৪% অতিরিক্ত প্রার্থী আবেদন করেন)।

৪.১৩ ২৮৬ জনের মধ্যে মাত্র ৬% (১৬ জন) প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করেছেন। ৯৪% (২৭০ জন) প্রশিক্ষণার্থী ঋণ গ্রহণ করেননি। ১৬ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ৫০% (৮ জন) কাপড় ও সূতা, ১৯% (৩ জন) সেলাই মেশিন ক্রয় এবং ৩১% (৫ জন) মোমবাতি/সাবান তৈরির কাজে ঋণের অর্থ বিনিয়োগ করেছেন;

৪.১৪ ৪৭% প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী জানিয়েছেন, এই প্রকল্প হতে ঋণ দেয়া হয় না এবং অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণে জটিলতার কারণে তারা ঋণ গ্রহণ করেননি। ৬% প্রশিক্ষণার্থী জানিয়েছেন ঋণের জন্য আবেদন করেও ঋণ পাননি। ১০% প্রশিক্ষণার্থী বলেছেন, ঋণ কোথা থেকে কিভাবে পাওয়া যায়, তা জানা নেই। ৮% জামিনদারের অভাবে ঋণ গ্রহণ করতে পারেননি। ২৯% প্রশিক্ষণার্থী ঋণের প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ করেছেন;

৪.১৫ ৪০% প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী জানিয়েছেন, উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণে সমস্যা হয়। নকশি কাঁথা ও কাটিং ট্রেডে বাজারজাতকরণ সমস্যা অপেক্ষাকৃত কম (২২%), সাবান ও মোমবাতি ট্রেডে বাজারজাতকরণ সমস্যা সর্বাধিক (৭৩%);

৪.১৬ নমুনায়িত ২৬ জন প্রশিক্ষকের মধ্যে ২৩% (৬ জন) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কাঁচামালের ঘাটতি এবং ২৭% (৭ জন) প্রশিক্ষক যন্ত্রপাতি ঘাটতি সমস্যার কথা জানিয়েছেন;

৪.১৭ স্থানাভাবের কারণে নমুনায়িত ২৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩৫% (৯টি) কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের বসার সমস্যা হয়;

৪.১৮ প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাসে উপস্থিতির হার ৮৭%। পূর্ণ প্রকল্পে প্রশিক্ষণ ত্যাগের হার ২%। নমুনায়িত ২৬টি কেন্দ্রে এ হার ৪%;

৪.১৯ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ট্রেডে উপস্থিতির হার ১০০%, পোল্ট্রি উন্নয়ন ট্রেডে উপস্থিতির হার সবচেয়ে কম (৬০%);

৪.২০ সেলাই ও এমব্রয়ডারী ট্রেডের নমুনায়িত ৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরবরাহকৃত ১২২টি সেলাই মেশিনের মধ্যে বর্তমানে ২২% (২৭টি) অচল এবং ৪টি এমব্রয়ডারী মেশিনের মধ্যে ৭৫% (৩টি). ৪টি ডিসমেটিক মেশিনের মধ্যে ৫০% (২টি) অচল।

৫। নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

৫.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্তিতে অনিশ্চয়তাঃ

ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে মোট ১০৮৩০ (৪২.১০%) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ে (২১ মাসে) ৪ মাস মেয়াদী ৫টি ব্যাচে ৪৬টি কেন্দ্রে মোট ৯২০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাবে। অবশিষ্ট সময়ে ৫৬৯০ জনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

৫.২ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যন্ত্রপাতি সরবরাহ না করাঃ

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নমুনায়িত ২৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ৮টি কেন্দ্রে সেলাই মেশিন, এমব্রয়ডারী মেশিন, ডিসমেটিক মেশিন প্রদান করা হয়নি। প্রত্যেক সেলাই ও এমব্রয়ডারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০টি করে সেলাই মেশিন, ১টি করে এমব্রয়ডারী মেশিন, ১টি করে ডিসমেটিক মেশিন দেওয়ার কথা, কিন্তু তা দেয়া হয়নি। এ কারণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিশেষ করে, ব্যবহারিক কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অচল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রঃ

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে সেলাই মেশিন (২২%), কাটিং মেশিন (১০০%), এমব্রয়ডারী মেশিন (৭৫%), ডিসমেটিক মেশিন (৫০%) অচল হয়ে পড়ে আছে। এছাড়া আসবাবপত্রের মধ্যে বসার হাই ও লো বেঞ্চও ভাঙ্গা ও নড়বড়ে অবস্থায় দেখা গিয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে এগুলো মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা বিশেষ করে ব্যবহারিক কার্যক্রম পরিচালনা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৫.৪ প্রশিক্ষক নিয়োগের বেলায় নিয়োগ নীতিমালা অনুসরণ না করাঃ

প্রশিক্ষক নিয়োগের বেলায় প্রযোজ্য শর্তসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে আরডিপিপি'তে উল্লেখ আছে। প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়, আরডিপিপি'তে প্রশিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি'র কথা উল্লেখ থাকলেও নমুনায়িত ১৬ জন প্রশিক্ষকের মধ্যে ১২% (৩ জন) প্রশিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাস।

৫.৫ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থান সংকুলান সমস্যাঃ

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের স্থান সংকুলান সমস্যার কারণে (৩৫% কেন্দ্রে) বসার বেঞ্চগুলো এমনভাবে বসানো হয়েছে যে শ্রেণি কক্ষে প্রশিক্ষণার্থীদের আসা-যাওয়ায় অসুবিধা হয়। তাছাড়া বেঞ্চগুলো খুব ছোট। ফলে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে চাপাচাপি/ গাদাগাদি করে বসতে হয়। এসব কেন্দ্রে ভাঙ্গা ও নড়বড়ে বেঞ্চ দেখা গিয়েছে।

৫.৬ প্রশিক্ষণার্থীদের ঋণ প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তাঃ

প্রশিক্ষণার্থীগণ যাতে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম শুরু করতে পারে, সেজন্য ইতোপূর্বে সমাপ্তকৃত প্রকল্পে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু চলমান এ প্রকল্পে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ঋণ বিতরণের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে অনেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরও অর্থের অভাবে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ড শুরু করতে পারে না। এতে তাদের প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানও কাজে লাগাতে পারছে না। এ প্রকল্পে যেহেতু হতদরিদ্র প্রান্তিক মহিলারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন, তাই প্রকল্পের কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী তথা Sustainable করার জন্য তাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা ও তার যথাযথ Follow-up কর্মসূচি এ প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম হওয়া উচিত।

৫.৭ প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ভাতাঃ

প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দৈনিক ৩০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। এ ভাতা বর্তমান বাজারে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। একজন প্রশিক্ষণার্থীকে তার অনেক কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে দৈনিক প্রায় ৪-৫ ঘন্টা ব্যয় করতে হয়। এ বিষয়টি বিবেচনায় বর্তমান প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

৫.৮ উৎপাদিত পণ্যাদি বাজারজাতকরণ সমস্যাঃ

প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত পণ্যাদি বাজারজাতকরণ সমস্যার কারণে অনেক প্রশিক্ষণার্থী নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অনেকেই বিভিন্ন দোকান থেকে অর্ডারে মালামাল তৈরি করে সরবরাহ করে কিন্তু তার প্রকৃত মজুরি বা দ্রব্যের বাজার মূল্য পায় না এবং মূল্য পেতে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়। এতে উৎপাদনকারীরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত পণ্যাদি বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে তাদের সাথে বিভিন্ন ব্যবসায়িক/ উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনে প্রকল্প হতে সহযোগিতা করার কথা, কিন্তু এ বিষয়ে প্রকল্প হতে তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে উদ্যোগী/ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন হয়নি।

৫.৯ বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রে পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়াঃ

প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যাদির মধ্যে বিক্রয়যোগ্য পণ্য ঢাকাস্থ বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয় এবং পণ্যাদির প্রদর্শনী এবং বিক্রয় করা হয়। প্রকল্প শুরু হতে এ পর্যন্ত বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ১২.৩৯ লক্ষ টাকার বিভিন্ন পণ্যাদি বিক্রয় করা হয়েছে। সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে ব্যাংকে রাখা হয়েছে।

৬। সুপারিশঃ

৬.১ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অবশিষ্ট ১৪৮৯০ জনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পুনর্বিন্যাস করে সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা দরকার;

৬.২ যেসব কেন্দ্রে লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক সেলাই মেশিন, এমব্রয়ডারী মেশিন, ডিসমেটিক মেশিন সরবরাহ করা হয়নি, জরুরি ভিত্তিতে সেসব কেন্দ্রে মেশিন সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অচল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রসমূহ মেরামত করে সচল করা দরকার। এজন্য প্রয়োজনে প্রকল্পে রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

৬.৩ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক উৎপাদিত বিক্রয়যোগ্য মালামাল ঢাকাস্থ বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ ১২.৩৯ লক্ষ টাকা, যা ব্যাংকে গচ্ছিত আছে। এই অর্থ জরুরি ভিত্তিতে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া আবশ্যক;

৬.৪ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য বাড়ীভাড়া বাবদ আরডিপিপি'তে বর্ধিত বরাদ্দ আছে। এ বরাদ্দের আলোকে কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাড়ী পরিবর্তন করে নতুন বাড়ী ভাড়া নেয়া যেতে পারে। তবে ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প প্রণয়নকালে ভাড়া বাড়ীতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিবর্তে জেলা পর্যায়ে জাতীয় মহিলা সংস্থার কার্যালয়ের নিজস্ব ভবনে ভেন্যু নির্ধারণ করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা যায় কি-না তা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে;

৬.৫ প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ক্ষুদ্র ঋণের উপর অধিক সংখ্যক ক্লাস অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি-না সে বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এছাড়া ট্রেডভেদে কিছু কিছু নতুন বিষয় যেমন- ডিটারজেন্ট, বার্গার, পেটিস, জিলাপী, হস্তশিল্প, চামড়ার ব্যাগ কোর্স কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা যৌক্তিক হবে। হাউজ কিপিং ট্রেডের কারিকুলাম আন্তর্জাতিক মানের করা হলে প্রশিক্ষণার্থীরা দেশের বড় বড় আন্তর্জাতিক মানের হোটেলের সাথে বিদেশেও চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের চাকরির ব্যবস্থা করতে পারবে;

৬.৬ ঋণ প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে কার্যকরী সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ কোর্সে অতিথি বক্তা রাখা যেতে পারে। এছাড়া কোর্স উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী মেলায় এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হলে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে তাদের কার্যকরী সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে, যা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে;

৬.৭ প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ঋণ প্রদান বিষয়ে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের একটি Memorandum of Understanding (MOU) করা যেতে পারে। এতে ঋণ প্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর হবে এবং ঋণ গ্রহীতার কার্যক্রম প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Follow-up করা হলে ঋণের কার্যকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে;

৬.৮ প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ৬৩% প্রশিক্ষণার্থী এককভাবে (নিজের আয়) মাসিক আয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যা দুঃস্থ মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া এবং দেশের দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক। তাই ভবিষ্যতে আরো অধিক সংখ্যক দুঃস্থ মহিলাদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা দরকার;

৬.৯ প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক প্রশিক্ষণ ভাতা একজন শ্রমিকের ন্যূনতম দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যেতে পারে। ক্রেডিট সুপারভাইজারের যাতায়াত ভাতাও বৃদ্ধি করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫ম শ্রেণি থেকে শিথিল করা যেতে পারে;

৬.১০ বর্তমান ট্রেডের গুরুত্ব ও চাহিদা এবং বাজারজাতকরণ সমস্যা বিবেচনায় রেখে প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেড নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিক দীর্ঘস্থায়ী (Sustainable) হবে। উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সমস্যা সমাধানকল্পে এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বিভাগে একটি বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। যেখানে এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ করে বিপননের ব্যবস্থা করা হবে;

৬.১১ প্রকল্প প্রণয়নকালে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে প্রকল্প প্রণয়ন করা হলে বাস্তবায়ন অনেকটা সহজতর হয়। প্রকল্পে যাতে বাস্তবায়নযোগ্য Component অন্তর্ভুক্ত হয়, সে বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে;

৬.১২ জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি না করে একটি আমব্রেলা প্রকল্পের অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায় কি-না, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

৬.১৩ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনে স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৯। সুপারিশমালাঃ

বাস্তবায়নকালীনঃ

৯.১ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অবশিষ্ট ১৪৮৯০ জনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পুনর্বিন্যাস করে সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা দরকার;

৯.২ যেসব কেন্দ্রে লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক সেলাই মেশিন, এমব্রয়ডারী মেশিন সরবরাহ করা হয়নি, জরুরি ভিত্তিতে সেসব কেন্দ্রে মেশিন সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অচল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রসমূহ মেরামত করে সচল করা দরকার। এজন্য প্রয়োজনে প্রকল্পে রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

৯.৩ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক উৎপাদিত বিক্রয়যোগ্য মালামাল ঢাকাস্থ বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ ১২.৩৯ লক্ষ টাকা, যা ব্যাংকে গচ্ছিত আছে। এই অর্থ জরুরি ভিত্তিতে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া আবশ্যক;

৯.৪ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য বাড়ীভাড়া বাবদ আরডিপিপি'তে বর্ধিত বরাদ্দ আছে। এ বরাদ্দের আলোকে কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাড়ী পরিবর্তন করে নতুন বাড়ী ভাড়া নেয়া যেতে পারে।

৯.৫ প্রশিক্ষণ কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ পেতে যাতে বিলম্ব না হয়, সেজন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার আগেই সকল কেন্দ্রের অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করবে;

৯.৭ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সময়সীমার মধ্যে ভবিষ্যতে সকল ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ব হতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক;

৯.৮ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে কে, কোথায়, কোন প্রতিষ্ঠানে কাজে নিয়োজিত আছেন, তার একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এবং কেন্দ্রিয়ভাবে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা যেতে পারে;

৯.৯ প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর পরই যাতে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীরা সার্টিফিকেট পায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার;

৯.১০ প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ৬৩% প্রশিক্ষণার্থী এককভাবে (নিজের আয়) মাসিক আয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যা দুঃস্থ মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া এবং দেশের দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক। তাই ভবিষ্যতে আরো অধিক সংখ্যক দুঃস্থ মহিলাদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা দরকার;

৯.১১ বর্তমান ট্রেডের গুরুত্ব ও চাহিদা এবং বাজারজাতকরণ সমস্যা বিবেচনায় রেখে প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেড নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিক দীর্ঘস্থায়ী (Sustainable) হবে। উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সমস্যা সমাধানকল্পে এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বিভাগে একটি বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। যেখানে এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ করে বিপননের ব্যবস্থা করা হবে;

৯.১২ প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ক্ষুদ্র ঋণের উপর অধিক সংখ্যক ক্লাস অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি-না সে বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

৯.১৩ প্রকল্পের অধীনে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমের জন্য ঋণ প্রদান কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এতে প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আরো তৎপর হতে পারবে;

৯.১৪ প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ঋণ প্রদান বিষয়ে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের একটি Memorandum of Understanding (MOU) করা যেতে পারে। এতে ঋণ প্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর হবে এবং ঋণ গ্রহীতার কার্যক্রম প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Follow-up করা হলে ঋণের কার্যকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে;

৯.১৫ ঋণ প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে কার্যকরী সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ কোর্সে অতিথি বক্তা রাখা যেতে পারে। এছাড়া কোর্স উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যাদির প্রদর্শনী মেলায় এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হলে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে তাদের কার্যকরী সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে; এবং

৯.১৬ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সাথে ব্যবসায়িক/উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপনে প্রকল্প হতে সহযোগিতা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়িক/উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান নিয়ে মাঝে মাঝে জেলা শহরে মেলার আয়োজন করা যেতে পারে।

<u>বাস্তবায়নোত্তর (ভবিষ্যত প্রকল্প গ্রহণকালে):</u>

৯.১৭ সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রতি ট্রেডে একটি করে সহকারী প্রশিক্ষকের পদ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;

৯.১৮ প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষাকে একটি মুখ্য শর্ত হিসেবে বিবেচনা না করাই যৌক্তিক হবে। ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫ম শ্রেণি হতে শিথিল করা যেতে পারে;

৯.১৯ ট্রেডভেদে কিছু কিছু নতুন বিষয় যেমন- ডিটারজেন্ট, বার্গার, পেটিস, জিলাপী, হস্তশিল্প, চামড়ার ব্যাগ কোর্স কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা যৌক্তিক হবে। হাউজ কিপিং ট্রেডের কারিকুলাম আন্তর্জাতিক মানের করা হলে প্রশিক্ষণার্থীরা দেশের বড় বড় আন্তর্জাতিক মানের হোটেলের সাথে বিদেশেও চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের চাকরির ব্যবস্থা করতে পারবে;

৯.২০ প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক প্রশিক্ষণ ভাতা একজন শ্রমিকের ন্যূনতম দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যেতে পারে। ক্রেডিট সুপারভাইজারের যাতায়াত ভাতাও বৃদ্ধি করা আবশ্যক;

৯.২১ ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প প্রণয়নকালে ভাড়া বাড়ীতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিবর্তে জেলা পর্যায়ে জাতীয় মহিলা সংস্থার কার্যালয়ের নিজস্ব ভবনে ভেন্যু নির্ধারণ করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় কি-না তা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে;

৯.২২ প্রত্যেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি করে প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স সরবরাহ করা যেতে পারে;

৯.২৩ প্রকল্প প্রণয়নকালে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে প্রকল্প প্রণয়ন করা হলে বাস্তবায়ন অনেকটা সহজতর হয়। প্রকল্পে যাতে বাস্তবায়নযোগ্য Component অন্তর্ভুক্ত হয়, সে বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে;

৯.২৪ জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি না করে একটি আমব্রেলা প্রকল্পের অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায় কি-না, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে; এবং

৯.২৫ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনে স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

চূড়ান্ত প্রতিবেদন